بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১ ডিসেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া জার্মানীর ৬০ সদস্য

"এখন মানবজাতির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের সময়"

- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৯ নভেম্বর ২০২০ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া জার্মানীর ১২-১৫ বছর বয়সী ৬০ জন সদস্যের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ওয়াইসবাডেন (Weisbaden) শহরে একোরাম-পার্ক মাইন্য-কাস্টেল হল (Acorum-Park Mainz-Kastel Hall)-এ সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও এর অনুবাদের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এর পরে একটি নযম (ধর্মীয় কবিতা) পরিবেশন করা হয়।

ঘণ্টাব্যাপী সভার বাকি সময় মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াবলী সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়, ইসলামকে নিয়ে যারা আতঙ্কিত, তাদের উদ্বেগের উত্তর মুসলমানদের কীভাবে দেওয়া উচিত।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যারা ইসলাম অথবা মুসলমানদের নিয়ে আতঙ্কিত, আমরা, আহমদীরা, সব সময় তাদের সাথে আলোচনায় রত হয়ে তাদের উদ্বেগসমূহ দূর করার চেষ্টা করে এসেছি এবং করে যেতে থাকবো। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এখানে যুক্তরাজ্যে পীস সিম্পোজিয়াম (শান্তি সম্মেলন)-এর আয়োজন করে থাকি, যেখানে আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করি, আর আমি নির্দেশ দিয়েছি, যেন বিশ্বজুড়ে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুরূপভাবে, কয়েক বছর পূর্বে, ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমি লিফলেট বিতরণের একটি আন্তর্জাতিক অভিযান শুরু করেছিলাম। ব্যক্তিগত পর্যায়ে, প্রত্যেকের আহমদীর দায়িত্ব, তারা যেন মানুষকে এ বিষয় সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন যে, ইসলাম সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক ধর্ম। এসব প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব আমাদের সবার। অন্যদের হৃদয়ে ও মানসপটে ভয়-ভীতি বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যা-ই থাকুক না কেন সেসব যেন দূরিভূত হয়ে যায়। এমনকি তোমাদের মত শিশুদেরও উচিত নিজেদের বন্ধু ও সহপাঠীদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করে নিজ ভূমিকা পালন করা।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“প্রশ্নাতীতভাবে, ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির এক ধর্ম এবং এটি যুদ্ধ-বিগ্রহ বা সহিংসতার অনুমতি দেয় না। এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের যখন আল্লাহ তা’লা প্রথমবারের মত নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল (সমাজের একটি) প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মকে এবং ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার

নীতিকে সকলের জন্য সংরক্ষণ করা। তাই পবিত্র কুরআনে (২২:৪০-৪১) বলা হয়েছে যে, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি এজন্যই দেয়া হয়েছিল যে, মুসলমানদেরকে নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে, আর যদি বিরুদ্ধবাদীদের থামানো না হয়, তবে সকল গির্জা, ইহুদী উপাসনালয়, মন্দির, মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনার স্থানসমূহ গভীর বিপদের মধ্যে নিপতিত হবে। সুতরাং, সকল ধর্মের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, ইসলাম কোন অবস্থাতেই এর বিস্তারের জন্য বল প্রয়োগ, হত্যা বা কোন প্রকারের সহিংসতার অনুমতি দেয় নি। বস্তুত, ইসলাম বলে যে, যদি কোন খ্রীষ্টান গির্জা, ইহুদি উপাসনালয় বা হিন্দু মন্দির আক্রান্ত হয়, তবে মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব হলো সেটির সুরক্ষা করা। সুতরাং, ইসলাম এমন এক ধর্ম যা অপরাপর ধর্মের সুরক্ষা করে, আর তাই তথাকথিত জিহাদী চরমপন্থীদের বিদ্বেষপ্রসূত কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার দূরতম সম্পর্ক নেই।"

এরপর, হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয়ে যে, তাঁর ধারণা অনুসারে, বিশ্ব কোন দিন এর আগের কোভিড- ১৯ পূর্ববর্তী 'স্বাভাবিক' অবস্থায় ফিরে যাবে কিনা।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কী রেখেছে? তবে এটি স্পষ্ট যে, করোনাভাইরাসের বিশ্বজনীন মহামারীর পরও এর সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক পরিণাম দীর্ঘ সময়ের জন্য থেকে যাবে। যদি বাহ্যিক কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বা বড় রকমের সংঘাত নাও ঘটে, তবুও বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল হতে কয়েক বছর লেগে যাবে। অপরপক্ষে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখন গভীর অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বিরাজ করে, তখন অধিকাংশ সময়ে তা যুদ্ধবিগ্রহের দিকে নিয়ে যায়, আর তাই এমন মনে হচ্ছে যে, আমরা একটি বড় রকমের যুদ্ধের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যদি, খোদা না করুন, করোনাভাইরাসের পরে কোন যুদ্ধের সূচনা হয়, তবে বিশ্বের পরিস্থিতি আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, এবং এর পরিণামসমূহ আরো বহু বছর স্থায়ী হবে। সুতরাং, আমাদের দোয়া করা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে এবং

বিশ্বের জাতিসমূহকে হুশ-জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন, যেন বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষাসমূহের দ্বারা প্লাবিত হওয়ার পরিবর্তে, এবং একে অন্যের অধিকার হরণ করার পরিবর্তে, বিশ্বের নেতৃবর্গ এবং জাতিসমূহের বিবেক যেন জাগ্রত হয় এবং তারা শান্তি ও সৌহার্দ্যের লক্ষ্যে কাজ করতে পারেন। সকল দেশ ও জাতির লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যে, বিশ্ব যেন আরো বেশি একতাবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি এমন প্রয়াসসমূহ গ্রহণ করা না হয়, তবে দীর্ঘকাল পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক'-এর দিকে ফিরে আসবে না, বরং তা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আমার আশঙ্কা ও অনুভূতিতে এটি খুবই সম্ভবপর যে, এই বিশ্বজনীন মহামারী শেষ হওয়ার পরপরই এক যুদ্ধ বা সংঘাতের সূচনা হবে এবং এর বিধ্বংসী প্রভাব বহু বছর ধরে স্থায়ী হবে। তাই আমাদের দোয়া করা উচিত যেন যুদ্ধের সূচনা না হয় এবং বিশ্বের নেতৃবর্গ যেন বিচক্ষণতার সাথে আচরণ করতে পারেন, যেন বৈশ্বিক পরিস্থিতি যতটুকু সম্ভব দ্রুত স্থিতিশীল হয়। এটি অর্জন করতে হলে আবশ্যক যে, মানবজাতি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে, নতুবা ভবিষ্যতে আমরা আরো বেশি বিশ্বজনীন মহামারী ও অন্যান্য সর্বগ্রাসী ঘটনাবলী দেখতে পাবো। নিশ্চিতভাবে, আমরা ততদিন প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখবো না, যতদিন না মানবজাতি তার স্রষ্টার সামনে মাথা নত করে এবং তাঁর অধিকারসমূহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকারসমূহ পুর্ণ না করে। এই বার্তাই আজ আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের অবশ্যই অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দিকে মানবজাতির প্রত্যাবর্তনের এটাই সময়।"